c`v

I

tec`vi weavb

আব্দুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বায (রহঃ)

হে মুসলিম জাতি! তোমাদের নিকট অস্পষ্ট নয়, বর্তমান নারীদের অনেকেই সৌন্দর্য প্রদর্শন, বেপর্দা ও পুরুষদের সাথে খোলামেলা চলাফেরা এবং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ তাদের সৌন্দর্যকে তাদের অধিকাংশই প্রকাশ করে চলছে। এই এক মহা মসীবত যা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মহামারীর ন্যায় ব্যাপকতা লাভ করেছে।

নিঃসন্দেহে এটা এক অতি ঘৃণ্য কর্ম ও বাহ্যিক অপরাধ এবং আল্লাহর তরফ থেকে আজাব ও গজব অবতীর্ণের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচ্য। কারণ এই বেপর্দা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের কারণে একের পর এক বিভিন্ন অশ্লীলতা, অপরাধ, লজ্জাহীনতা ও ব্যাপক ফিতনা ফেসাদের সৃষ্টি হয়।

হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের নির্বোধকে পাকড়াও কর এবং নারীদেরকে আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কার্যাবলী থেকে বারণ কর। তাদের উপর পর্দাকে আবশ্যক কর এবং তাদেরকে আল্লাহর ক্রোধ ও মহা শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক কর। রাসূল (সা) বলেছেন: নিশ্চয়ই মানুষ কোন অন্যায় গর্হিত কাজ দেখে তাহার প্রতিকার না করলে আম-খাস নির্বিশেষে তাদের সকলের উপর আল্লাহর তরফ থেকে আজাব অবতীর্ণ হওয়ার আশংকা থাকে।

আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এরশাদ করেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও ঈসা ইব্ন মরিয়মের মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালংঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।

(মায়েদা ৭৮-৭৯)

আল মুসনাদ ও অন্যান্য হাদিসের গ্রন্থসমূহে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) উক্ত আয়াত তিলাওয়াত শেষে বলেছেন, সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, নির্বোধকে তার কার্য থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং সত্যের সামনে মাথাকে সম্পূর্ণরূপে নোয়াবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের কতকের দ্বারা অপর কতককে কষ্ট দিবেন। অতঃপর তোমাদেরকে তাদের মত অভিসম্পাত দিবেন।

সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ অন্যায় কাজ হতে দেখলে হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। হাত দ্বারা সক্ষম না হলে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে। মুখ দ্বারা সক্ষম না হলে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করবে। অর্থাৎ কাজটিকে অন্তর থেকে ঘৃণা করবে।

আর এটি হলো সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।

আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নারীদেরকে পর্দা ও গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেন এবং বিশৃঙ্খলা ও ফিতনার উপায় উপকরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করণার্থে সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পর পুরুষদের সাথে কোমল স্বরে কথা বলার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ "হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে অন্য পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, সেই ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে।"

(সুরা আল আহযাব ৩২-৩৩)

উল্লেখিত আয়াত দুটিতে নবীপত্নী উম্মুহাতুল মু'মিনীন নারী জাতির মধ্যে অতি উত্তম ও পূত পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরপুরুষদের সাথে নরমস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। যাতে করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদের ব্যাপারে যেন তার মধ্যে জিনার কামনা-বাসনা জাগ্রত না হয়, এবং যাতে সেও এ ধারণা না করে বসে যে এ ব্যাপারে তারা তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। তিনি তাদেরকে গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেন এবং জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করা থেকে নিষেধ করেন। সৌন্দর্য প্রদর্শন মানে হলো, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্যাবলী প্রকাশ করা। যেমনঃ মাথা, মুখমন্ডল, গ্রীবা, বক্ষ, বাহু ও পায়ের নালা ইত্যাদি শরীরের মোহনীয় স্থানসমূহ। এতে মহাভ্রান্তি ও ব্যাপক ফিতনা-বিশৃংখলা এবং জিনার উপকরণ অনুশীলনের দিকে পুরুষদের হৃদয়কে আন্দোলিত করার কারণে আল্লাহ তায়ালা এরূপ সৌন্দর্য প্রকাশ করে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছেন। নবীপত্নীগণ উম্মুহাতুল মু'মিনীন পরিপূর্ণ ঈমান ও পবিত্রতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ সব ঘৃণ্য বিষয় থেকে সাবধান করেছেন। তাই তাদের ভিন্ন অন্য নারীদের বেলায় এই সাবধান বাণী এবং তাদের উপর ফিতনার কারণসমূহের আশংকা করা অতি উত্তমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই ফিতনা থেকে হেফাজত করুন।

নিম্নোক্ত আয়াতটি নবীপত্নীগণ ও অন্যান্য সকল নারীদের বেলায় সার্বিক বিধানের দিকে নির্দেশ করে। তা হলোঃ "তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর।" উল্লেখিত আয়াতের বিধানগুলো হলো নবীপত্নী ও অন্যান্য সব নারীদের জন্য সার্বিক বিধান। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যখন তোমরা তাদের (নারী) কাছ থেকে কোন কিছু চাও তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।" এই আয়াতটি পুরুষদের থেকে নারীদের পর্দার আবশ্যকতার স্পষ্ট দলীল। উক্ত আয়াতে

আল্লাহ তায়ালা পর্দাকে নারী পুরুষ সকলের হৃদয়ের জন্যে অতি পবিত্রতার কারণ বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। পর্দা অশ্লীলতা, নোংরামী ও তার উপায় উপকরণ থেকে মানুষদেরকে অনেক দূরে রাখে। বেপর্দা ও অবাধ চলাফেরা করাকে ময়লা-আবর্জনা ও নাপাক বলে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে পর্দা মানে হলো শান্তি ও পবিত্রতা।

হে মুসলিম জাতি! তোমরা আল্লাহর শিষ্টাচারে শিষ্টাচারিত হও। তাঁর আদেশ পালন কর এবং তোমাদের স্ত্রীদের উপর হিজাবের বিধানকে আরোপ কর। এটা পালনের মধ্যেই রয়েছে পবিত্রতার উপায় উপকরণ এবং মুক্তি ও শান্তির উছিলা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কণ্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে খুব কমই চেনা যাবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না । আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু" - (সূরা আল-আহযাব-৫৯)।

আল্লাহ তায়ালা সকল মু'মিন নারীদেরকে তাদের কেশরাজি ও মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে সকল সৌন্দর্য্যের উপর চাদর ঝুলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এতে তারা সচ্চরিত্রবান হিসেবে পরিচয় লাভ করবে। ফলে তারা কাউকে ফিতনায় ফেলবে না এবং তারা নিজেরাও অন্যের দ্বারা ফিতনায় জড়িয়ে পড়বে না।

হযরত আলী ইব্ন আবি তালহা, ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজনের তাগিদেই মুমিন নারীদেরকে মাথার উপর দিয়ে বড় চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে এক চোখ খোলা রেখে গৃহ থেকে বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন শিরীন বলেন আমি আল্লাহর বাণী: তারা যেন নিজেদের উপর চাদরের এক অংশ টেনে নেয় এ সম্পর্কে উবাইদা আস সালমানীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল ও মাথা ঢাকেন এবং বাম চোখ খোলা রাখেন।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও সতর্ক বাণী উচ্চারণের পূর্বে যে সকল ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে সে ব্যাপারে তার দয়া ও ক্ষমার ঘোষণা দেন।

আল্লাহ বলেন, বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে, তাদের জন্যে দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (সূরা আন-নূর-৬০)

যে সকল বৃদ্ধা নারীরা বিবাহের কামনা করে না, এমন সব নারী সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত করেন যে, তারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার শর্তে স্বীয় মুখণ্ডল ও হস্তদ্বয়ে পোশাক পরিধান না করলে পাপ হবে না। এই থেকে জানা গেল সৌন্দর্য প্রদর্শনকারিণী স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়সহ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পোশাক খুলতে পারবে না যদিও সে বৃদ্ধা হউক না কেন। খুলে ফেললে গুনাহগার হবে। কারণ প্রতিটি বস্তুর সংগ্রাহক রয়েছে। যেহেতু সৌন্দর্য প্রদর্শনকারিণী কর্তৃক সৌন্দর্য প্রদর্শন ফিতনার দিকে ধাবিত করে, চাই সে বৃদ্ধা হউক। এই যদি হয় বৃদ্ধা নারীর অবস্থা, তাহলে সুন্দরী-কামিনী, সম্মোহনী তরুণীর অবস্থা কিরূপ হবে, যদি সে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চলাফেরা করে। নিঃসন্দেহে এটা একটি বড় পাপ, জঘণ্যতম্য অপরাধ এবং এর ফলে সৃষ্ট ফিতনা অত্যাধিক মারাত্মক। তবে আল্লাহ তায়ালা বৃদ্ধ নারীর ক্ষেত্রে (পোশাক খোলার ব্যাপারে) এ শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যে, তারা অন্যান্য নারীদের মত হবে না, যারা বিবাহের কামনা করে। নারীর বিবাহ কামনা যেহেতু তাকে সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের দিকে আহ্বান করে। তাই নিজে ও অন্যকে ফিতনার কবল থেকে রক্ষা করণার্থে তার সৌন্দর্যের স্থানাবলী থেকে পোষাক খুলে ফেলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শেষ দিকে এসে বৃদ্ধা নারীদেরকে মুখ ও হস্তদ্বয়ের কাপড় খোলা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এটাকে তাদের জন্যে কল্যাণকর বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহর এ বাণীর মাধ্যমে কাপড় দ্বারা পর্দা করার

ফযিলত স্পষ্টতঃই প্রতিভাত হয়েছে। এমনভাবে বৃদ্ধা নারীর জন্য হাত ও মুখমণ্ডলে পোশাক পরিধান করা কল্যাণকর। এ যদি হয় বৃদ্ধা নারীর অবস্থা, তাহলে যুবতী মেয়েদের উপর পর্দা করা এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকা অতি উত্তমভাবেই ওয়াজিব। পর্দা তাদেরকে ফিতনার উপায় উপকরণ থেকে অনেক দূরে রাখে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।

মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

(সূরা আন নূর ৩০-৩১)

উপরোক্ত আয়াত দুটিতে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম নর-নারীদেরকে চক্ষু অবনমিত ও লজ্জাস্থানের হেফাজতের নির্দেশ দেন। এই নিষেধাজ্ঞা না জারি (চক্ষু অবনমিত ও লজ্জাস্থানের হেফাজত) করা হলে যিনার অশ্লীলতা ব্যাপক আকার ধারণ করত এবং এর ফলে মুসলমানদের মাঝে এক বিরাট ফাসাদ সৃষ্টি হত। কারণ দৃষ্টিপাত হলো অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হওয়া ও অন্তরের রোগব্যাধি সৃষ্টির অন্যতম একটি মাধ্যম। আর দৃষ্টি অবনমিত রাখা হলো এ সকল অপকর্ম থেকে নিরাপদের অন্যতম একটি হাতিয়ার। তাই আল্লাহ বলেছেনঃ মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।

তাই দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে একজন মু'মিনের জন্য চক্ষুকে অবনমিত এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করা হলো সবচেয়ে পবিত্র বিষয়। অন্যদিকে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে চক্ষু ও লজ্জাস্থানের হেফাজত না করা হলো ধ্বংস ও আল্লাহ প্রদত্ত আজাব গযবের সম্মুখীন হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। এরূপ কাজ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে মুক্তি কামনা করছি। আল্লাহ বলেছেন মুমিনদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন ।। আল্লাহ জাল্লাহ শানুহ একথা জানিয়ে দেন যে, মানুষ যা কিছু করছে, সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। তাঁর কাছে বান্দার কোন কিছুই গোপন নেই। তার শরীআ'ত থেকে বিমুখতা এবং হারাম কার্যাবলী সংঘটিত করার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি তাদেরকে দেখেন এবং তাদের ভালো, মন্দ সকল কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত। আল্লাহ বলেন, চক্ষুসমূহ যা খিয়ানত করে এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তার সবকিছুই তিনি জানেন (গাফির-১৯)। তিনি আরো বলেন, বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই তুমি থাক এবং কুরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে আত্মনিয়োগ কর। (ইউনুস: ৬১)

তাই বান্দা তার রবকে ভয় করবে। তিনি যে তার অপরাধসমূহ দেখছেন সে ব্যাপারে লজ্জিত হবে। অন্য কথায় তার উপর বর্তিত আবশ্যকীয় আনুগত্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে সে ব্যাপারে লজ্জিত হবে। অতঃপর আল্লাহ বলেন, "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে।" তিনি মুসলমান পুরুষদের ন্যায় নারীদেরকেও ফিতনার

উপায় উপকরণ থেকে রক্ষা এবং তাদেরকে নিরাপত্তা ও সচ্চরিত্রতার উপায় অবলম্বনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে লজ্জাস্থান হেফাজতের নির্দেশ দেন।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন "তাঁরা যেন যা সাধারণ ও প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে।" হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলেন : পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে যা কিছু প্রকাশ পায়, এটা ক্ষমাযোগ্য । তিনি এর দ্বারা এমন পোশাক বুঝিয়েছেন যাতে কোন সৌন্দর্য প্রদর্শন ও ফিতনার আশংকা নেই।
আর ইব্ন আব্বাস (রা) এর ব্যাখ্যায় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ব্যাখ্যাটি পর্দার আয়াত অবতীর্ণ পূর্ববর্তী নারীদের উপর প্রযোজ্য ।

তারপর আল্লাহ তাদেরকে সমস্ত শরীর আবৃত করার নির্দেশ দেন। এ সম্পর্কিত আলোচনা সূরা আল-আহযাব ও অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কথা প্রমাণিত যে আলী ইব্ন আবি তালহা, ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে যা বর্ণনা করেছেন এখানে ইব্ন আব্বাস (রা) তাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইব্ন আব্বাস বলেন : আল্লাহ তায়ালা প্রয়োজনের তাগিদেই মুসলিম নারীদেরকে মাথার উপর দিয়ে বড় চাদর দ্বারা মুখমন্ডল ঢেকে এক চোখ খোলা রেখে গৃহের বাহিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইব্ন তাইমিয়া (রহ) ও অন্যান্য সত্যানুসন্ধিৎসু এবং বিজ্ঞজনেরা এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাই সন্দেহাতীতভাবে এটাই সত্য। আর হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আসমা বিনত আবু বকর পাতলা কাপড় পরিধান করে রাসূল (সা) এর কাছে আসলেন। রাসুল (সা) তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ও হে আসমা বিনত আবু বকর! নারী প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পর তার এই এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই দেখা শুদ্ধ নয়। এই বলে তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের দিকে ইংগিত করলেন। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্ত হাদিসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে। নবী (সা) থেকে বর্ণিত হওয়ার ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই। কারণ হযরত আয়েশা থেকে খালিদ ইব্ন দুরাইক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ দুরাইক তার থেকে হাদিসটি শুনেননি। তাই এটি মুনকা'তি হাদিসের পর্যায়ভূক্ত। ইমাম আবু দাউদ (রহ) হাদীসটি বর্ণনা করে এটিকে হাদিসে মুরসাল বলেছেন। খালিদ হযরত আয়েশা (রা) এর সাক্ষাত পাননি। অন্যদিকে হাদিসটির সনদে সাঈদ ইব্ন বশীর নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, যাকে হাদিস শাস্ত্রবিশারদগণ দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার বর্ণনাকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যায় না। হাদিসটি দলীল হিসেবে উপস্থাপন না করার তৃতীয় কারণ হলোঃ হাদিসটি মু'আন 'আনা সনদে কাতাদা, খালিদ ইবন দুরাইক থেকে বর্ণনা করেছেন। যা হাদীসে মুরসালের পর্যায়ে পড়ে।

জ্ঞাতব্য ঃ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় প্রকাশের কারণেই ফেতনা ফেসাদ সৃষ্টি হয়। আর পূর্ব উল্লেখিত আল্লাহর এই বাণীতে "যখন তোমরা তাদের থেকে কোন সামগ্রী পেতে চাইলে পর্দার আড়াল থেকেই চাইবে" নারীর কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পর্দার বিধান বহির্ভূত রাখা হয়নি। উক্ত আয়াতটি মুহকামাত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তাই আয়াতটি গ্রহণ, তার উপর নির্ভর এবং এটি ভিন্ন অন্য আয়াতের বিধান রহিত করা ওয়াজিব। এই আয়াতের বিধান সাধারণভাবে নবী (সা) ও সকল মুসলিম নর-নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সূরা আন্ নূরে বৃদ্ধা নারী এবং তাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় থেকে পোশাক খোলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা এদিকেই ইংগিত করে। তবে দুটি শর্তে তারা পোশাক খুলতে পারবে। শর্ত দু'টি হলোঃ-

১. তাদের বিবাহের কামনা না করা

২. সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা।

এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতটি নারীদের বেপর্দা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন হারাম সাব্যস্তকরণের উপর একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ।

এ কথা কারো অজানা নয় বর্তমান কালে নারীরা ব্যাপকভাবে সৌন্দর্য প্রদর্শন ও প্রকাশে নিবিষ্ট হচ্ছে। তাই বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও ফিতনা-ফাসাদের দিকে ধাবমান সকল প্রকারের উপায়-উপকরণের মুলোৎপাটন একান্ত জরুরী।

নারীদের সাথে পুরুষদের একাকীত্বে অবস্থান এবং মুহরিম ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্যদের সামনে বেপর্দা হয়ে চলাফেরাকে ফাসাদ সৃষ্টির অন্যতম বড় কারণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। রাসুল (সা) বলেছেনঃ কোন পুরুষ নারীর সাথে তার (নারী) কোন মুহরিম ব্যক্তি ছাড়া একান্তে অবস্থান করবে না। রাসুল (সা) আরো বলেছেনঃ যখন কেউ কোন নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করে তখন শয়তান সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে অবস্থান করে। রাসুল (সা) বলেছেনঃ সাবধান! সাবধান! বিবাহিত কিংবা মুহরিম ছাড়া অন্য কেউ বিবাহিত নারীর সাথে রাত যাপন করবে না। (সহীহ মুসলিম)

হে মুসলামানগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের স্ত্রীদেরকে বেপর্দা, সৌন্দর্য প্রদর্শন ও প্রকাশ এবং আল্লাহর দুশমন ইয়াহুদ, নাসারা ও সকল কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে নিষেধ কর। এগুলো আল্লাহ তাদের উপর হারাম করেছেন।

জেনে রাখ! নারীদের এ সকল কর্মকাণ্ড থেকে চুপ থাকা তাদের সাথে গুণাহে সমভাগী এবং আল্লাহর আজাব-গজবের সম্মুখীন করে দেয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই অনিষ্ট কর্ম থেকে হেফাজত করুণ।

নারীদের সাথে নির্জনে অবস্থান, তাদের কাছে গমনাগমন এবং মুহরিম না হয়ে তাদের সাথে ভ্রমনে যাওয়ার বাপারে পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা মুসলিম উম্মাহর অন্যতম একটি দায়িত্ব। কারণ এগুলোকেই ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টির অন্যতম উপায়-উপকরণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। রাসুল (সা) বলেছেন আমার ইন্তেকালের পর আমি পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা মারাত্মক কোন ফিতনা রেখে যাইনি। রাসুল (সা) বলেছেনঃ দুনিয়া সবুজ, শ্যামল ও সুস্বাদুময়। আল্লাহ তোমাদেরকে তার এ দুনিয়ার খলিফা নিয়োজিত করেছেন। তিনি তোমাদের কার্যাবলী অবলোকন করবেন। তোমরা দুনিয়া ও নারীর মোহ থেকে বেঁচে থাক। কারণ বনী ইসরাইলের মাঝে সর্বপ্রথম যে ফিতনার সৃষ্টি হয় তা নারীদের কারণেই ঘটেছিল। রাসুল (সা) বলেছেন, দুনিয়ায় অনেক পোশাক পরিহিতা নারী পরকালে উলঙ্গ অবস্থায় থাকবে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ দুই শ্রেণীর জাহান্নামী, যাদেরকে কখনও আর আমাকে দেখানো হয়নিঃ পোষাক পরিহিতা উলঙ্গ নারী, যারা অন্যের কাছে গমন করে এবং যাদের কাছে অন্যেরা গমন করে --- তারা জান্নাত দেখতে পাবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। দ্বিতীয় হলো এমন সব লোক যাদের কাছে গরুর লেজের ন্যায় লম্বা চাবুক রয়েছে (অর্থাৎ জালিম শাসক) যারা এ চাবুক দ্বারা মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করে।

উল্লেখিত হাদিসে বেপর্দা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন, পাতলা ও ছোট্ট কাপড় পরিধান, সত্য ও স্বচ্চরিত্রতা থেকে বিচ্যুতি এবং মিথ্যা ও গর্হিত কাজের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে চরমভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তার সাথে সাথে মানুষ নির্যাতনকারী, জুলুমকারী ব্যক্তিদেরও ভীষণভাবে সর্তক করে দেওয়া হয়েছে। এ সকল কর্ম সম্পাদনকারীদের জান্নাত হারামের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে এই গর্হিত কার্যাবলী থেকে আশ্রয় চাই।

ইহুদী, খৃষ্টান, কাফের এক কথায় অমুসলিম নারীদের সাথে অনেক মুসলিম নারীদের সাদৃশ্যতা রয়েছে। যা মুসলিম সমাজের অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। যে সকল মুসলিম নারী তাদের ন্যায় পাতলা ও শর্ট-কার্ট ড্রেস পরিধান এবং কেশরাজি ও সৌন্দর্য প্রকাশে তাদের অনুকরণ করে, তাদের সম্পর্কে রাসুল (সা) বলেছেনঃ "ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের আদর্শনুরূপ কাজ করলে তাদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যায়"।

জ্ঞাতব্য ঃ এই অনুকরণ, অর্ধনগ্ন শর্ট-কার্ট ড্রেস পরিধানের কারণে ফিতনা - ফ্যাসাদ ও ধর্মীয় শিথিলতা এবং নিলজ্জতার সৃষ্টি হয়।

তাই এ সকল কর্মকাণ্ড থেকে পরিপূর্ণভাবে সতর্ক থাকতে হবে। মুসলিম নারীদেরও এর থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করতে হবে। কারণ এর পরিণতি হলো অত্যন্ত অশুভ এবং ফাসাদ হলো চরম ভয়াবহ। তাই ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের সাথে কোমল আচরণ করাও জায়েয নেই। কারণ তাদের শিক্ষা

তাদের অভ্যাসের দিকে ধাবিত করে। বড় হওয়ার পর তারা সে অভ্যাস ছাড়া অন্য সব কিছুকে ঘৃণা করে। ফলে তা ভয়ানক ফিতনা-ফাসাদ ও ভয়-ভীতি ডেকে আনে, যাতে প্রাপ্ত বয়স্কা নারীরাও পতিত হয়।

হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের উপর যা হারাম করা হয়েছে সে ব্যাপারে সতর্ক থাক। সততা ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা কর। সত্যের ব্যাপারে পরস্পরে সদুপদেশ দাও এবং এতে ধৈর্যধারণ কর। জেনে রাখ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন। তিনি ধৈর্যশীল, খোদাভীরু-মুত্তাকী, সৎকর্মপরায়নদের সাথে রয়েছেন। তাই তোমরা ধৈর্যধারণ কর, বিপদে-আপদে ধৈর্যশীল থাক, আল্লাহকে ভয় কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।

নিঃসন্দেহে আমীর-ওমরাহ মন্ত্রী-মিনিষ্টার, বিচারক, জ্ঞানী-গুণী এবং বিভিন্ন সভা-সমিতি সংস্থার সদস্য ও প্রধানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অন্যদের থেকে অনেক বেশী। দেশ ও জাতির প্রতি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য যেমন বিরাট তেমনি তাদের সত্যের ব্যাপারে চুপ থাকার কারণে যে ফিতনার সৃষ্টি হয় সেটাও মারাত্মক। তবে অন্যায় ও গর্হিত কার্যাবলী ঘৃণা করার দায়িত্ব কেবল তাদের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ দায়িত্ব সকল মুসলিম উম্মাহর। বিশেষত: তাদের নেতৃস্থানীয় ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের এতে বিশাল ভূমিকা রয়েছে। আরো খাস করে বলতে পারি যে, এক্ষেত্রে নারীদের অভিভাবক ও স্বামীদের রয়েছে অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তারা এই সকল গর্হিত কার্যাবলীকে প্রত্যাখান করবে, এতে কঠোর হবে এবং যে এতে সহনশীলতা দেখাতে আসে তার প্রতি ইস্পাত কঠিন আচার করবে। আশা করতে পারি এই উসিলায় আল্লাহ আমাদের উপর আপিতত বালা মুছিবত উঠিয়ে নিবেন এবং আমাদেরকে ও আমাদের নারী সমাজকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

রাসুল (সা) বলেনঃ আমার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর সাহায্যকারী ও সঙ্গী সাথী ছিল যারা তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করত, তাঁর নির্দেশিত পথে চলার মাধ্যমে হেদায়াত প্রাপ্ত হত। অতঃপর পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো । তারা যা বলত তা করত না এবং যা তাদেরকে করতে বলা হয়নি তা তারা করত। যারা হাত দ্বারা তাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে তারা মু'মিন। যারা তাদের সাথে মুখ দ্বারা সংগ্রামে লিপ্ত হবে তারা মু'মিন। যারা অন্তর দিয়ে তাদের সাথে সংগ্রাম করবে তারা মু'মিন। তারপর সরিষাদানা পরিমাণ ঈমাণ বাকী থাকে না।

হে আল্লাহ! তুমি তোমার দ্বীনকে বিজয় কর। তোমার কালেমাকে বুলন্দ কর। আমাদের নেতৃবৃন্দকে পরিশুদ্ধ কর। তাদের দ্বারা ফিতনা-ফাসাদ-বিশৃঙ্খলার মূল্যেৎপাটন কর। তাদের দ্বারা

সত্যের বিজয় দাও। তাদের আত্মিক অবস্থাকে পরিশুদ্ধ কর। যাতে দেশ ও জাতির ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। আমাদের সবাইকে-সকল মুসলমানকে সে কাজ করার তাওফীক দাও। তুমি তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান । তুমি আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দাও, আমাদের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। অভিভাবক হিসেবে তুমি কতই না উত্তম। সকল শক্তি সামর্থের তুমিই আধার। তুমি সুউচ্চ, তুমিই সুমহান, এই মোর প্রার্থনা।

দরুদ ও সালাম তোমার পেয়ারা বান্দা ও রাসুল মুহাম্মদ (সা), তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম এবং কিয়ামত অবধি যারা সু-সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের অনুসরণ করবে তাদের সকলের প্রতি।